দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

03

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি সমস্যা

সমস্যাটি প্রতি বছরেরই। কিন্তু এবার তার তীব্রতা যেন অতীতের চেয়ে অনেক বেশী। সমস্যাটি স্কুলে শিশু-কিশোরদের ভর্তির ব্যাপারে। রাজধানী ঢাকার উল্লেখযোগ্য বাইশটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংখ্যা এক হাজার দুইশত। ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে সাড়ে নয় হাজার। চিত্রটি দেশের বেকারত্ব সমস্যার অবিকল প্রতিরূপ। কিন্তু চাকরি বা কর্মসংস্থানের অভাবে প্রার্থীকে বেকারত্ব ভোগ করতে হলেও এ ক্ষেত্রে কিন্তু ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনকে বেকার রাখার কোন উপায়ই নেই। শিশুর হাতে তুলে দিতেই হবে বর্ণশিক্ষার প্রথম পাঠ, গণিতের পরিচিতি। শিশুর নবীন কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেই হবে সম্ভাবনাময় একটি বিদ্যার ব্যাগ। কিন্তু বিদ্যার ভার বহনে শিশু তো রাজি ষোল আনা। দারিদ্র্যের শত সীমাবদ্ধতাকে জয় করে পিতামাতা, অভিভাবকেরাও প্রস্তুত সন্তানের বিদ্যালাভের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে। কিন্তু এই কচি সম্ভাবনার ভার আপন আঙ্গিনায় তুলে নিতে অপারগ রাজধানীর বিদ্যালয়গুলো। সমস্যা একটাই ঃ আসন সংকট। কয়েকটি বৃহদায়তন বিদ্যালয় তাদের শিক্ষাদান কর্মসূচী শিফট আকারে ভাগ করে দৈনিক দুই বার ক্লাস নিয়েও পর্বত প্রমাণ এই আসন সংকটের তেমন কোনো সুরাহা করে উঠতে পারেনি। তাছাড়া হাতেগোনা ৬/৭টি বৃহদায়তন বিদ্যালয় ছাড়া সেই সঙ্গতিইবা কয়টি প্রতিষ্ঠানের আছে? টেবির্ল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড থাকলেই তো আর হয় না, শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকও তো চাই। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সরকার স্কুলগুলোর জন্য এবার থেকে যে ভর্তি নীতিমালা নিয়েছেন, তা' প্রশংসনীয়। তারা রাজধানীর ২৬টি সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা যুগপৎ ভিত্তিতে গ্রহণের জন্য স্কুলগুলোকে ছয়টি জোনে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে চারটি জোনে ছাত্র এবং ২টি জোনে ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সাধারণ তালিকা প্রকাশিত হবে এবং জোনভুক্ত স্কুলে অগ্রাধিকারের কোটা ভিত্তিতে ভর্তি পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিযুক্ত, সন্দেহ নাই। তবে সন্দেহ দেখা দিয়েছে স্থান সংকুলান নিয়ে। প্রার্থী সংখ্যা যখন আসন সংখ্যার আটগুণ তখন সুবিচার অনিশ্চিত হয়ে পড়ার আশংকাই প্রবল। সে ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে চাপ পড়বে বেসরকারী এবং সীমিত সামর্থ্যের ছোট ছোট বিদ্যালয়গুলোর উপর। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিদ্যালয়ের আসন যোগানো যে কোনো দেশের একটি মৌলিক নাগরিক চাহিদা। আমরা তাই স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধির আবেদন জানাবো সবার আগে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যমান সকল স্কুলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিটি স্কুলেই (ছোট বড় নির্বিশেষে) শিফটিং প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ ছাত্র-ছাত্রীর পরিবহনের সুবন্দোবস্তের ভিত্তিতে রাজধানী ঢাকার শহরতলী এলাকায় উন্নতমানের স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে। চতুর্থতঃ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার খাতওয়ারী প্রশিক্ষণ সূচনা করা যেতে পারে। এতে দক্ষতা ও পেশাগত মান শিশুকাল থেকেই বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ শিক্ষার প্রতি বিদ্যমান চাপ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। আমরা আরও একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও সরকারী পাবলিক স্কুলের সমমানের স্কুল বেসরকারী বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকেও উৎসাহিত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের চাপ এবং আর্থিক উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে স্কুল এবং কারিগরি ইনস্টিটিউট খাতে বেসরকারী উদ্যোগকেও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। বরং উন্নতমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিযোগিতা লাভজনক ও উপযোগী বিবেচিত হতে পারে।